দৈনিক ইত্তেফাক

25 MAY 2017

শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমাবনতি

জাজাফী

দিন শেষে যেমন রাত নেমে আসে আর গোটা পৃথিবী অন্ধকারে তলিয়ে যায়, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও যেন ক্রমাগতভাবে কোনো এক অজানা অন্ধকারের দিকে ধাবিত হচ্ছে। অথচ আমরা জানি শিক্ষাই আলো। কোনো কোনো স্কুল বা কলেজের গেটে তাই লেখা থাকে আলোর পথে এসো। কিন্তু বাস্তবে হয়েছে তার উল্টোটা। আমরা যেন আলো থেকে অন্ধকারে প্রবেশ করছি। আমাদের প্রত্যাশা থাকে কালকে যে ভোর আসবে সেটা আজকের ভোরের চেয়েও সুন্দর হোক। কিন্তু সেই সুন্দর ভোরটা আমরা উপহার দিতে পারছি না। ফলে আজকে যে সকালটা আমরা পার করেছি আগামীদিনের সকালটা তার চেয়েও খারাপ হচ্ছে।

দৈনিক ইত্তেফাকসহ দেশের প্রায় সব পত্র-পত্রিকায় নিউজ হয়েছে এবারের এইচএসসি বোর্ড পরীক্ষার খাতা বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া শিক্ষার্থীকে দিয়ে দেখানো হচ্ছে। প্রশাসন হাতেনাতে প্রমাণও পেয়েছে। এটা খুবই ন্যক্কারজনক একটি ঘটনা। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে থলের গিঁট আগেই খোলা ছিল, কেবল বাকি ছিল বিড়ালটা বের হওয়ার। এবার সেই বিড়ালটাও বেরিয়ে আসলো। যে শিক্ষকের দায়িত্ব ছিল খাতা দেখার এবং সেই খাতার গোপনীয়তা বজায় রাখার তিনি তা পালন করেননি। যিনি আলো জ্বালবেন তিনিই যদি এক গভীর অন্ধকার তৈরি করে রাখেন তাহলে আলো আসবে কী করে? শিক্ষক তার দায়িত্ব পালন করেননি। পাশাপাশি তিনি যতই বলুন না কেন যে অন্য এক শিক্ষককে তিনি খাতা দেখতে দিয়েছিলেন সেটাও তো অন্যায়। তার প্রাপ্ত খাতা কেন অন্য শিক্ষক দেখবেন?

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যে ক্রমাগত অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে তার ভূরিভূরি প্রমাণ আমাদের সামনে আছে। আমাদের পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও ফাঁস হচ্ছে। হতাশাজনক ব্যাপার হলো, পাবলিক পরীক্ষার ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের পেছনে ধাওয়া করছেন আমাদেরই অভিভাবকেরা এবং সেইসব ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র আমাদের পঞ্চম শ্রেণি পড়ুয়া শিক্ষার্থীর হাতেও ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে সমাজ এবং শিক্ষাব্যবস্থা একটি শিশুর হাতে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র তুলে দিয়ে এ প্লাস পাওয়াকে বড় মনে করছে সেই শিক্ষাব্যবস্থার হাল কী হতে পারে তা ন্যূনতম বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরও জানা থাকার কথা।

আমাদের বোর্ড বইয়ে পর্যাপ্ত ভুল ছিল যা অনেক ক্ষতি স্বীকার করে যতটা সম্ভব শুধরানো গেছে। কিন্তু এতো বৃহৎ সংখ্যক বই প্রকাশের আগে কি উচিত ছিল না সেটা ভালো করে প্রুফ দেখার। কিন্তু আমরা সেটা দেখিনি। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে কথাটাকে আমাদের জীবনে প্রয়োগ করছি। যে শিক্ষাব্যবস্থায় একজন শিক্ষক নিজেই তার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন এবং ছাত্রকে দিয়ে খাতা দেখান সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা কী শিখবে সেটা সহজেই অনুমেয়।

আমরা বলি না যে বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া শিক্ষার্থীর এইচএসসি পরীক্ষার খাতা দেখার যোগ্যতা নেই, যোগ্যতা অবশ্যই আছে। কিন্তু যোগ্যতা থাকলেও তার তো সেটা দেখার অধিকার নেই। শিক্ষক নিজে যদি খাতা দেখতে অপারগই হবেন তাহলে বোর্ড থেকে খাতা কেন গ্রহণ করলেন? তিনি আবেদন করতে পারতেন যে আমার পক্ষে খাতা দেখা সম্ভব হচ্ছে না তাহলেই হতো। যে ঘটনাটা ঘটেছে তা আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে বলেই আমরা জানতে পেরেছি। বহু আগে থেকেই অনেক অসাধু ব্যক্তি যে এরকমটি করে আসছে না তাও বলা যাচ্ছে না। এখন শিক্ষার্থীরা যে হারে এ প্লাস পাচ্ছে তা নিয়ে সন্দেহ আছে এদেশের অধিকাংশ শিক্ষাবিদের। মুহাম্মদ জাফর ইকবাল স্যার আক্ষেপ করে এখনো বলেছেন, আগে যখন কোনো ছাত্র-ছাত্রী এ প্লাস পেয়েছে শুনতেন তখন তিনি বলতেন— বাহ ভালো করেছ। আর এখন কেউ এ প্লাস পেয়েছে শুনলে আগের মতো অনুভূতি আসে না।

শিক্ষক যখন নিজের প্রাপ্ত দায়িত্ব অবহেলা করে অন্য কাউকে দিয়ে খাতা দেখান তখন সেই খাতা কোনোভাবেই যথাযথভাবে মূল্যায়িত হয় না। এ ক্ষেত্রে যে বা যারা খাতা দেখছেন তারা যা খুশি নাম্বার দিচ্ছেন। ফলে পরীক্ষার ফলাফলে এর প্রভাব পড়ছে। ইত্তেফাকসহ আরো অন্য পত্রিকার খবর থেকে জানতে পারি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বইয়ের ভুল সম্পর্কে বলেছিলেন— ভুলের দায় নিতে হবে। কিন্তু আমরা মনে করি সব ভুলের দায় নিলেই সবসময় পার পাওয়া যায় না। যে শিক্ষক নিজের প্রাপ্ত বোর্ড পরীক্ষার খাতা অন্যকে দিয়ে দেখাতে চেয়েছিলেন এমনকি হয়তো আগের বছরগুলোতেও তিনি এই কাজ করে থাকতে পারেন তিনি এটাকে ভুল বলে দায় স্বীকার করলেই সব শেষ হয়ে যাবে না। তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের দিয়েই যদি বোর্ড পরীক্ষার খাতা দেখানো হবে তাহলে পরীক্ষা নিয়ে লাভ কী? তার চেয়ে বরং যে শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে তাদেরকেই পরস্পরের খাতা বণ্টন করে নম্বর দিতে বলা হোক। চারদিকে আজ শিক্ষা বাণিজ্য চলছে। একদিকে কোচিং বাণিজ্য, অন্যদিকে শিক্ষক নামধারীদের অশিক্ষার প্রচার। স্কুলগুলো থেকেই এসবের সূচনা হচ্ছে। খোঁজ নিয়ে দেখলে জানা যাবে দেশের নামিদামি অনেক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ক্লাসে পড়ানোকে গৌণ মনে করে শিক্ষার্থীদের নিজ কোচিং-এ এসে পড়ার পরামর্শ দিচ্ছেন কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৌশলে কোচিং-এ যেতে বাধ্য করছেন। আমরা যদি ছাত্রছাত্রীর নাম উল্লেখ করি এবং স্কুলের নাম উল্লেখ করি দেখা যাবে সেসব পত্রিকাতে ছাপা হবে না পাশাপাশি সত্যি সত্যিই যদি পত্রিকা সেসব খবর ছাপে তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জীবনে অন্ধকার নেমে আসবে।

শিক্ষামন্ত্রীর একার দায়িত্ব নয় এবং একার পক্ষে রাতারাতি এসব অন্যায় অনিয়ম বন্ধ করাও সম্ভব নয়। তবে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নিলে এবং আইন প্রয়োগ করলে সেটা অসম্ভবও নয়। যে শিক্ষক বোর্ড পরীক্ষার খাতা অন্যকে দিয়ে দেখাতে গিয়ে ধরা পড়েছেন তাকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি দিতে হবে। যে কোনো পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকাতে হবে— যেন আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা অল্প বয়সেই অসাধু হয়ে না ওঠে! আমরা বিশ্বাস করি শিক্ষাব্যবস্থা নামের যে নৌকায় আমাদের আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ আমরা তুলে দিয়েছি সেই নৌকাটিতে এখনো খুব বেশি ছিদ্র হয়নি। তাই অল্প ছিদ্র থাকতে থাকতেই তা বন্ধ করতে হবে। নইলো ছিদ্র সংখ্যা যখন ক্রমাগতভাবে বাড়তে থাকবে তখন আর উপায় থাকবে না। শিক্ষাব্যবস্থা নামের নৌকাটি তখন তলিয়ে যাবে। শিক্ষার গুণগত মান থাকুক চাই না থাকুক শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই মানসিকতা তৈরি করতে হবে যে অসদুপায় অবলম্বন করা যাবে না। আমরা দেখতে পাই অনেক শিক্ষার্থী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে হতাশ হচ্ছে কারণ তারা নিজেদেরকে সেভাবে তৈরি করেনি বরং নানাভাবে তারা এ প্লাস নামে তথাকথিত অর্জনে আপ্লুত হয়েছে। ওই এ প্লাস যে এরকম কাউকে দিয়ে খাতা দেখানোর ফলে হয়নি তার নিশ্চয়তা কে দেবে? শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে দেখা বন্ধ করতে না পারলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চয়ই মুখ থুবড়ে পড়বে। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড বলে যে কথাটি আমরা জানি সেই মেরুদণ্ড একবার ভেঙে গেলে আমাদের দেশ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

● লেখক : শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাপ্তি নং.........
তারিখ.........
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর